যুগান্তর

তারিখ 09 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক

প্রতি বৎসরের ন্যায় এইবারও জানুয়ারি মাসে দেশের সরকারি-বেসরকারি স্কুলগুলিতে শুরু হইয়াছে ভর্তি পরীক্ষা। অবশ্য ভর্তি পরীক্ষা না বলিয়া 'ভর্তিযুদ্ধ' বলাই বোধকরি ভালো। বিশেষ করিয়া রাজধানী ঢাকা এবং বিভাগীয় শহরের অপেক্ষাকৃত ভালো স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাইতে অভিভাবকরা রীতিমতো গলদঘর্ম হইয়া যান। নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্কুলে ভর্তি কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। রাজধানীর ২৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে 'এ' গ্রুপের ৮টি বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ৭ জানুয়ারির পরিবর্তে পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে ১৩ জানুয়ারি শনিবার। ৯ জানুয়ারির বি গ্রুপের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে ১২ জানুয়ারি শুক্রবার। ইতিমধ্যেই অবরোধ-ঘেরাও কর্মসূচি আরও প্রলম্বিত করিবার চিন্তা-ভাবনার কথা বলা হইয়াছে মহাজোটের পক্ষ হইতে। এমতাবস্থায় রাজধানী ও জেলা শহরগুলির ভর্তি পরীক্ষা ছুটির দিনগুলিতে লইবার প্রক্রিয়া চলিতেছে। রাজধানীতে সহস্রাধিক স্কুল থাকিলেও মোটামুটি মানসম্পন্ন স্কুলের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৩০ হইতে ৩৫টির বেশি হইবে না। ইহার মধ্যেও বেসরকারি কয়েকটি স্কুলের মান অপেক্ষাকৃত ভালো। ভর্তিযুদ্ধে এইবারও লক্ষাধিক শিশু অংশগ্রহণ করিবে। তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক ১০ হইতে ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অপেক্ষাকৃত ভালো স্কুলে ভর্তি হইবার সুযোগ পাইবে। বাদবাকি ছেলেমেয়ে তাহা হইলে যাইবে কোথায়? বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত গুটিকতক সরকারি বিদ্যালয় এবং হাতেগোনা কয়েকটি বেসরকারি স্কুলের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নাই। মফস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলির অবস্থা আরও করুণ ও ভয়াবহ। এই ক্ষেত্রে সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত হইবে দেশের সব সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে সক্রিয় ও সচেষ্ট হওয়া। সার্বিকভাবে স্কুলগুলির মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। একটি-দুইটি ভালো স্কুল তৈরির পরিবর্তে দেশের সর্বত্র ভালো স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। ভর্তি সমস্যা ও সংকটের সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হইয়াছে যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ করিবার সমস্যাও। ইতিমধ্যেই খবর পাওয়া গিয়াছে যে, চলতি শিক্ষা বৎসর শুরু হইলেও এই পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের মাত্র ২০ শতাংশ এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ বই জেলা শিক্ষা কার্যালয়ে পৌঁছানো সম্ভব হইয়াছে। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শিক্ষার্থীদের হাতে যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক তুলিয়া দিতে না পারিবার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে, অব্যাহত বিদ্যুৎ সংকট, হরতাল-অবরোধসহ রাজনৈতিক কর্মসূচি, ভোটার লিস্ট মুদ্রণ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মব্যস্ততা ইত্যাদি। গত শিক্ষাবর্ষে এই পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও এইবার পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়াছে। শিক্ষকরা নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকিলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিয়মিত ক্লাস কোন অবস্থাতেই ফেব্রুয়ারির আগে শুরু করিবার সুযোগ থাকিবে না। ফলে শিক্ষাবর্ষের একটি মাস পড়াশোনা ছাড়াই কাটিয়া যাইবে। শিক্ষাকে বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড আর শিশুদের বলা হয় জাতির ভবিষ্যৎ। কোন অজুহাতেই তাহাদের পড়াশোনা ব্যাহত হইতে পারে না। সংশ্লিষ্টরা এই ব্যাপারে যত্নবান ও দায়িত্বশীল হইবেন আশা করি। অবিলম্বে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন এবং শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।